হয় না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ফ্রান্স ও রাশিয়া মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই তা ভেঙে যায়। যখন অনেকগুলি ছোট ছোট রাষ্ট্র একটি বড় রাষ্ট্রের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয় তখন তারা উপগ্রহের মতো বড় রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে থাকে। সাম্প্রতিক কালে পূর্ব-ইউরোপের অনেকগুলি কমিউনিস্ট রাষ্ট্র সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ওইভাবে উপগ্রহে পরিণত হয়েছিল।

রাষ্ট্রসমবায় (Confederation)

যখন দুই বা ততোধিক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিরক্ষাব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে পারস্পরিক চুক্তিসূত্রে মিলিত হয় তখন তাকে রাষ্ট্রসমবায় বলে। এইরূপ চুক্তির ফলে একদিকে যেমন চুক্তিকারী কোনো রাষ্ট্র তার স্বাধীনতা হারায় না, অন্যদিকে তেমনি নতুন কোনো রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় না। রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে রাষ্ট্রসমবায় কিছুকালের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হয়। ওপেনহাইম (Oppenheim) রাষ্ট্রসমবায়ের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, রাষ্ট্রসমবায় হল পরিপূর্ণ সার্বভৌম রাষ্ট্রের মধ্যে আন্তর্জাতিক সন্ধির দ্বারা সংগঠিত এমন এক সঙ্ঘ যার শাসনযন্ত্র সদস্য রাষ্ট্রগুলির উপর কোনো বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে কিন্তু ওই রাষ্ট্রগুলির নাগরিকদিগের উপর কোনো অধিকার দাবি করতে পারে না; প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের

Scanned with CamScanner

বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখাই রাষ্ট্রসমবায়ের উদ্দেশ্য।[3] আধুনিক যুগে আট বছর স্থায়ী (1781-1789) আমেরিকান রাষ্ট্রসমবায় রাষ্ট্রসমবায়ের এক উত্তম দৃষ্টান্ত। আমেরিকান রাষ্ট্রসমবায়ের কোনো নিজস্ব শাসনযন্ত্র বা আদালত ছিল না কিন্তু তেরোটি সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা মিলিত হয়ে প্রতিরক্ষা বিষয়ে পরামর্শ করতেন।

যুক্তরাষ্ট্র ও রাষ্ট্রসমবায় (Federation and Confederation)

রাষ্ট্র ইউনিয়নের চরম পরিণতি হল যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে এখানে দুটি পৃথক সরকার থাকে—কেন্দ্রীয় সরকার ও অঞ্চলসমূহের সরকার—এবং উভয় সরকারই নিজ নিজ এলাকায় সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। এদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও ক্ষমতার উল্লেখ সংবিধানে লিখিত থাকে বলে কেউ কারও অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। নীচে যুক্তরাষ্ট্র ও রাষ্ট্রসমবায়ের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করা হল ঃ

- যুক্তরাষ্ট্রের সংগঠনের দরুন এক নতুন সার্বভৌম রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় এবং অঙ্গরাজ্যগুলি তাদের সার্বভৌমিকতা হারায়, কিন্তু রাষ্ট্রসমবায় গঠিত হলেও সদস্য রাজ্যগুলি নিজ নিজ অস্তিত্ব পূর্ণরূপে বজায় রাখে বলে নতুন কোনো সার্বভৌম রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় না। যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব শাসনযন্ত্র, আইনসভা ও আদালত থাকে কিন্তু রাষ্ট্র সমবায়ে এসব কিছু থাকে না।
- রাষ্ট্রসমবায় চুক্তির ফলে উদ্ভূত হয় কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভব হয় লিখিত সংবিধান বলে। সংবিধান অনুসারে সরকারের সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের মধ্যে বণ্টন করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধানের স্থান সকলের উপরে, কেউই ওর বিধান লঙ্ঘন করতে পারে না। কিন্তু রাষ্ট্রসমবায়ে রাষ্ট্রগুলি চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত; চুক্তিতে যারা আবদ্ধ হয় তারা চুক্তিভঙ্গও করতে পারে।
- রাষ্ট্রসমবায়ে মিলিত রাষ্ট্রগুলির নাগরিক কেবলমাত্র নিজ রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে; প্রত্যেক অঙ্গরাষ্ট্রের নিজ নিজ নাগরিক থাকে এবং এক অঙ্গরাষ্ট্রের নাগরিক অন্য অঙ্গরাষ্ট্রে বিদেশি বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে নাগরিকদের প্রত্যক্ষ সংযোগ থাকে। যুক্তরাষ্ট্রে সকল নাগরিককে কেন্দ্রীয় সরকারের আনুগত্য স্বীকার করতে হয় এবং প্রত্যেক নাগরিকই যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে গণ্য হয়।
- রাষ্ট্রসমবায়ে মিলিত রাষ্ট্রগুলি ইচ্ছামতো ওর সদস্যপদ ত্যাগ করতে পারে কারণ ওরা রাষ্ট্রসমবায়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ নয়। অপরপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলির পৃথক

---

3. A Confederacy consists of a number of full sovereign states linked together for the maintenance of their external and internal independence by a recognised international treaty into a union with organs of its own, which are vested with a certain power over the member states, but not over the citizens of these states.

Scanned with CamScanner

হওয়ার কোনো স্বাধীনতা নেই। সোভিয়েত রাশিয়ায় অঙ্গরাজ্যগুলিকে পৃথক হওয়ার আইনগত অধিকার প্রদান করা হয়েছে। অবশ্য এই ক্ষমতার প্রকৃত মূল্য বিশেষ কিছু নেই কারণ সমগ্র সোভিয়েত রাশিয়ায় একটিমাত্র রাজনৈতিক দল, কমিউনিস্ট পার্টি আছে আর সেই দলই শাসনকার্য পরিচালনা করে থাকে; সুতরাং পার্টির নির্দেশ অগ্রাহ্য করে কোনো অঙ্গরাজ্য পৃথক হতে পারবে তা কল্পনা করা যায় না।

- রাষ্ট্রসমবায় অস্থায়ী কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র স্থায়ী সংগঠন। রাষ্ট্রসমবায় গঠনকারী রাষ্ট্র ইচ্ছানুসারে সদস্যপদ পরিত্যাগ করতে পারে বলে তা দীর্ঘস্থায়ী হয় না।
- রাষ্ট্রসমবায়ে মিলিত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যুদ্ধ বাধলে সেই যুদ্ধ আন্তর্জাতিক যুদ্ধ বলে বিবেচিত হয় কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে কোনো যুদ্ধ দেখা দিলে তাকে গৃহযুদ্ধ বলে গণ্য করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার (Federal Government)

আঞ্চলিক ক্ষমতাবণ্টনের ভিত্তিতে সরকারকে এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয়—এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারগুলি সংবিধান দ্বারা গঠিত হয় এবং তাদের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টিত থাকে। কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারসমূহ নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীনভাবে কাজ করে; অধ্যাপক ফাইনার যুক্তরাষ্ট্রের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র হল এমন এক সরকার যাতে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের কিছু অংশ আঞ্চলিক ক্ষেত্রে ন্যস্ত হয় আর অপর অংশ কেন্দ্রীয় সংস্থার হাতে ন্যস্ত থাকে।[4] কে. সি. হোয়ারের মতে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় শাসন ক্ষমতা এরূপভাবে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যসমূহের মধ্যে বণ্টিত হয় যে কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক উভয় সরকারই নিজ নিজ এলাকায় আইনত স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র হল এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রসমবায়ের মধ্যবর্তী। যুক্তরাষ্ট্র এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের মতো একটি রাষ্ট্র কিন্তু রাষ্ট্র সমবায় কয়েকটি রাষ্ট্রের ঢিলা সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত; বর্তমান সময়ে যেসব রাষ্ট্রের আয়তন অতি বিশাল (যেমন ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা) সেই সকল রাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের শাসনব্যবস্থা দেখতে পাওয়া যায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে যখন কতকগুলি স্বাধীন রাষ্ট্র বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মিলিত হয় তখন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। ডাইসি (Dicey) বলেন, যুক্তরাষ্ট্র হল কতকগুলি স্বাধীন সংস্থার মধ্যে রাষ্ট্র ক্ষমতাবণ্টনের ব্যবস্থা যেখানে প্রত্যেকের ক্ষমতার উৎস ও নিয়ামক হল সংবিধান।[5]

ঐতিহাসিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রের স্বরূপ নির্বাচিত হয়েছে। সর্বত্রই যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হল নাগরিকদের মধ্যে বর্তমান দুধরনের বিরোধী অনুভূতির মধ্যে

---

4. A federal state is one in which part of the authority and power is vested in the local areas while another part is vested in central institution deliberately constituted by an association of the local areas.
5. Federalismm eans the distribution of the force of the state among a number of co-ordinate bodies, each originating in and controlled by the constitution.

Scanned with CamScanner

সামঞ্জস্যবিধান করা—জাতীয় ঐক্যের আকাঙ্ক্ষা ও সেই সঙ্গে পৃথক রাষ্ট্রের স্বাধীন সত্তা বজায় রাখার দৃঢ় সংকল্প। ডাইসি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার এমন এক রাজনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে জাতীয় ঐক্য ও ক্ষমতার সঙ্গে অঙ্গরাজ্যগুলির অধিকারের সমন্বয়সাধন করা হয়।[6]

উইলিয়ম লিভিংস্টোন (William Livingston) বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের মূল প্রতিষ্ঠানগত বা সংবিধানগত কাঠামোর মধ্যে নেই—তা আছে সমাজের মধ্যে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার এরূপ এক কৌশল যার দ্বারা সমাজের যুক্তরাষ্ট্রীয় গুণাবলি প্রকাশিত ও সংরক্ষিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় সংগঠন সমাজের যুক্তরাষ্ট্রীয় স্বরূপকে প্রকাশ করে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখতে পাওয়া যায়; প্রথমত, সংবিধান দ্বারা কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক সরকার সমূহের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এরা নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীনভাবে কাজ করে। অপরপক্ষে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় আঞ্চলিক সরকারগুলি হল কেন্দ্রীয় সরকারের এজেন্টমাত্র, এরা কোনো মৌলিক ক্ষমতার অধিকারী নয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার এবং আঞ্চলিক সরকার উভয়েই মৌলিক ক্ষমতার অধিকারী; সংবিধান দ্বারা ক্ষমতার বণ্টন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয়ত, এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় জাতীয় সরকারের প্রাধান্য থাকে; অপরপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সংবিধানের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় আইনসভা এবং অঙ্গরাজ্যগুলির আইনসভা সংবিধানকে মান্য করতে বাধ্য থাকে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের প্রাধান্য বলতে তিনটি বৈশিষ্ট্য বোঝায় ঃ

★ যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান লিখিত হবে;

★ প্রত্যেক সরকারের ক্ষমতা সুনির্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজন এবং সংবিধান লিখিত হলে এই সুনির্দিষ্টতা থাকবে;

★ সংবিধান অনমনীয় হবে; এর অর্থ হল যেভাবে সাধারণ আইন পাস করা হয় ঠিক সেই পদ্ধতিতে সংবিধানের পরিবর্তন করা যাবে না। এর পরিবর্তনের জন্য একটা জটিল পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। কেন্দ্রীয় অথবা অঙ্গরাজ্যগুলির আইনসভা প্রত্যেকেই অ-সার্বভৌম (non-sovereign) কারণ এতে সংবিধানকেই শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দেওয়া হয়।

তৃতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনের অপরিহার্য অঙ্গ হল যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত। প্রত্যেক সরকার নিজ নিজ এলাকায় সীমাবদ্ধ থেকে কাজ করছে কিনা তা দেখার জন্য এবং কোনোরূপ বিরোধের উৎপত্তি হলে অথবা সংবিধানের কোনো ব্যাখ্যা নিয়ে মতদ্বৈধ দেখা দিলে সেই বিরোধ মীমাংসা করার দায়িত্ব যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের; এই আদালতের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে মানতে হয়; যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতকে সংবিধানের "ব্যাখ্যাকর্তা এবং অভিভাবক" বলা হয়।

---

6. A federal state is a political contrivance intended to reconcile national unity and power with the maintenance of 'state right'.

Scanned with CamScanner

চতুর্থত, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনে আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষের বিশেষ উপযোগিতা আছে বলে মনে করা হয়; অঙ্গরাজ্যগুলির স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে এর সৃষ্টি হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার দ্বিতীয়কক্ষের ক্ষমতা নিম্নকক্ষের তুলনায় অতি অল্প।

পঞ্চমত, যুক্তরাষ্ট্র গঠনকারী রাজ্যসমূহের মধ্যে আয়তন, জনসংখ্যা, সমৃদ্ধি এবং ক্ষমতার গুরুতর পার্থক্য থাকা উচিত নয়। পার্থক্য অধিক হলে বৃহৎ রাজ্যগুলি ক্ষুদ্র সদস্য রাজ্যগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করবে। ভূতপূর্ব জার্মান যুক্তরাষ্ট্রে প্রুশিয়ার ক্ষমতা, প্রভাব এবং আয়তনে প্রভূত পার্থক্য থাকায় জার্মান রাষ্ট্রকে যুক্তরাষ্ট্র বলা চলত না।

যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভব (Formation of a Federation)

যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভবের কারণ হিসাবে অধ্যাপক ডাইসি দুটি শর্তের উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র পাশাপাশি থাকবে যার অধিবাসীদের মধ্যে একজাতীয় ঐক্যের ভাব বিরাজ করবে; দ্বিতীয়ত, এই সকল রাষ্ট্রের অধিবাসীদের মধ্যে পারস্পরিক মিলনের আকাঙ্ক্ষা থাকবে কিন্তু মিলে এক হয়ে যাবে না ('They must desire union but not unity')।

অধ্যাপক হোয়ারের (Wheare) মতেও কয়েকটি রাষ্ট্র যদি কতকগুলি বিষয়ের জন্য স্বাধীন সরকারের অধীনে মিলিত হতে চায় আর কতকগুলি বিষয়ের জন্য স্বাধীন আঞ্চলিক সরকার গঠন করতে চায় তাহলে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের উপযোগী অবস্থার উদ্ভব হয়।

রাষ্ট্রসমবায়ের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলির স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে, অপরপক্ষে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের অন্তর্গত অঞ্চলগুলির কোনোরূপ স্বাতন্ত্র্য থাকে না। যুক্তরাষ্ট্রে অঙ্গরাজ্যগুলির কতকগুলি বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য থাকে আর কতকগুলি বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য থাকে না। অঙ্গরাজ্যগুলি পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হতে চায় বটে কিন্তু মিলে এক হয়ে যেতে চায় না। যেখানে মিলে এক হয়ে যাবার আশঙ্কা থাকে সেখানে যুক্তরাষ্ট্র না হয়ে এককেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। তাই বলা হয় যে, স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে থাকার ভাবের সঙ্গে এক জাতিতে পরিণত হওয়ার ইচ্ছার রফা করতে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভব হয়।

যুক্তরাষ্ট্র গঠনের দুটি পদ্ধতি আছে ঃ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র জাতীয় ঐক্যসাধন করার জন্য পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে যুক্তরাষ্ট্র গঠন করতে পারে। এই ক্ষেত্রে কেন্দ্রাভিমুখী শক্তিসমূহ (centripetal force) কাজ করে। দ্বিতীয়ত, বিশাল এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়লে তাকে ভেঙে যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা যেতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র গঠনে কেন্দ্রাতিগ শক্তিসমূহ (centrifugal force) কাজ করে; 1935 সালের ভারতীয় সংবিধানে এই পদ্ধতিতে যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা হয়েছিল।

কখনও কখনও আত্মরক্ষার প্রয়োজনে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। কোনো প্রবল শক্তির আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য রাষ্ট্র সমবায় গঠন যথেষ্ট বলে মনে না হলে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের ইচ্ছা দেখা দেয়। 1848 সালে সুইজারল্যান্ডের ক্যান্টনগুলি এই অভিপ্রায়ে রাষ্ট্রসমবায় থেকে যুক্তরাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়েছিল।

Scanned with CamScanner

ক্ষমতাবণ্টনের দিক থেকে বিচার করলে যুক্তরাষ্ট্রগুলিকে দুভাবে বিভক্ত করা যায়—মার্কিনি ধরনের যুক্তরাষ্ট্র এবং ক্যানেডীয় ধরনের যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিনি যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধান মারফত কতকগুলি নির্দিষ্ট ক্ষমতা কেন্দ্রকে দিয়ে অবশিষ্ট ক্ষমতাসমূহ অঙ্গ-রাজ্যগুলির জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়, অপরপক্ষে কানাডায় কতকগুলি নির্দিষ্ট ক্ষমতা অঙ্গরাজ্যগুলিকে দিয়ে বাকি ক্ষমতাগুলি কেন্দ্রের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। মার্কিনী ধরনের যুক্তরাষ্ট্রে অঙ্গরাজ্যগুলির তুলনায় কেন্দ্র অপেক্ষাকৃত দুর্বল, অপরপক্ষে কানেডীয় ধরনের যুক্তরাষ্ট্রে অঙ্গরাজ্যগুলির তুলনায় কেন্দ্র অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার সাফল্যের শর্তসমূহ (Conditions for the Success of a Federation)

একদিকে কেন্দ্রাতিগ আর অপরদিকে কেন্দ্রাভিমুখী শক্তির সহ-অবস্থানের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভব। মিলনের আকাঙ্ক্ষা থাকবে কিন্তু মিলে এক হয়ে যাবে না—এই পরস্পরবিরোধী নীতির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা সহজ নয়। কয়েকটি বিশেষ শর্ত পূরণ হলে তবেই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সফল হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের সমস্যা হল কেন্দ্রাতিগ ও কেন্দ্রাভিগামী শক্তিগুলিকে ভারসাম্য অবস্থায় রাখা যাতে গ্রহরাষ্ট্রগুলি কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে শূন্যে চলে না যায় আবার কেন্দ্রীয় সরকারের সূর্য ওদের কাছে টেনে এনে নিজের আগুনে পুড়িয়ে নিঃশেষ না করে।[7] সুতরাং যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রয়োজনীয় শর্ত হল যে সাধারণ উদ্দেশ্যে অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে যতখানি মিলনের আকাঙ্ক্ষা ও ক্ষমতা থাকবে, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার ঠিক ততখানি ইচ্ছাই থাকবে। নিম্নলিখিত শর্তগুলি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার সাফল্যের জন্য প্রয়োজন।

- যুক্তরাষ্ট্র গঠনে ইচ্ছুক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ভৌগোলিক নৈকট্য থাকা প্রয়োজন। ভৌগোলিক ঐক্য যুক্তরাষ্ট্র গঠনে ইচ্ছুক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি ও ঐকমত্য সৃষ্টি করে। যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে ভৌগোলিক ঐক্য না থাকলে পারস্পরিক চিন্তাভাবনার আদান-প্রদান করা কঠিন হয়। সুইজারল্যান্ডের ক্যান্টন, আমেরিকার কলোনি এবং কানাডার প্রদেশগুলির মধ্যে ভৌগোলিক নৈকট্য জাতীয় ঐক্যসাধন করেছে। পক্ষান্তরে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চল ভারতীয় রাষ্ট্রের দ্বারা বিচ্ছিন্ন হওয়ায় ওখানে যুক্তরাষ্ট্র গঠন সফল হয়নি।
- মিল (Mill) বলেন, যুক্তরাষ্ট্র গঠনকারী রাষ্ট্রগুলির অধিবাসীদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে পারস্পরিক সহনুভূতি থাকা চাই। অধিবাসীদের মধ্যে জাতি, ধর্ম, ভাষা এবং ঐতিহ্যগত ঐক্য থাকলে তবেই তারা আঞ্চলিক স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে জাতীয় সংহতি গড়ে তুলবে। প্রতিরক্ষার সাধারণ প্রয়োজনের তাগিদে সুইজারল্যান্ডের ক্যান্টনগুলির মধ্যে এবং অতীত পরাধীনতার স্মৃতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে জাতীয় ঐক্য বন্ধনের সৃষ্টি করেছিল।

7. To keep the centrifugal and centripetal forces in equilibrium so that neither the planet states shall fly off into space nor the sun of the central government drew them into its consuming fire.

Scanned with CamScanner

- যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একই ধরনের শাসনব্যবস্থা এবং সামাজিক সংস্থা থাকলে ভালো হয়। কোনো অঙ্গরাজ্যে স্বৈরাচারতন্ত্র আবার কোথাও বা গণতন্ত্র থাকলে সর্বদাই তাদের মধ্যে বিরোধের আশঙ্কা থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণের রাজ্যগুলি দাসত্বপ্রথা মানত আর উত্তরের রাজ্যগুলি ওই প্রথার বিরোধী ছিল বলে উভয়ের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বেধেছিল; এই গৃহযুদ্ধের ফলে দাসত্ব প্রথার বিলোপ হয় এবং উত্তর ও দক্ষিণের রাজ্যগুলির মধ্যে প্রীতি ও ঐক্য বৃদ্ধি পায়।
- যুক্তরাষ্ট্র গঠন অনেকাংশে নির্ভর করে সুযোগ্য নেতৃত্বের উপর। যুক্তরাষ্ট্র গঠনের অন্যান্য উপাদানগুলি থাকলেও যোগ্য নেতৃত্বের অভাব থাকলে যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব নাও হতে পারে। সুযোগ্য নেতৃত্ব জনগণের নিছক আবেগকে রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারে। আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পিছনে আছে ওয়াশিংটন, হ্যামিলটন, ম্যাডিসন, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন প্রভৃতি প্রখ্যাত নেতার মহান প্রচেষ্টা।
- যুক্তরাষ্ট্র গঠনকারী অঙ্গরাজ্যগুলির আয়তন ও ক্ষমতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মিল বলেছিলেন, অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে যেন বড় রকমের ক্ষমতার তারতম্য না থাকে; এটা বিশেষ প্রয়োজন কারণ যদি কোনো একটি রাষ্ট্র আয়তন বা ক্ষমতার দিক থেকে খুব বেশি শক্তিশালী হয় তাহলে সে যুক্তরাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিজ স্বার্থে ব্যবহার করবে যা যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির বিরোধী। অঙ্গরাজ্যগুলির স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করতে যুক্তিসংগত ভারসাম্য প্রয়োজন। 1870 সালে জার্মানি যুক্তরাষ্ট্রের নীতি গ্রহণ করলেও বস্তুতপক্ষে প্রুশিয়ার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

উল্লিখিত উপাদানগুলি রাষ্ট্রগুলির একত্রিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা এবং ক্ষমতার উপর জোর দেয়; কিন্তু সেইসঙ্গে রাষ্ট্রগুলি মিলে একীভূত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকবে না কারণ যেখানে একীভূত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেখানে যুক্তরাষ্ট্র না হয়ে এককেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। সুতরাং রাষ্ট্রগুলির যেমন মিলিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকবে সেইরূপ তাদের আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার আকাঙ্ক্ষাও থাকবে। ভৌগোলিক উপাদান পৃথক থাকার অনুপ্রেরণা জোগায়; কোনো বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থায় আবদ্ধ জনসম্প্রদায় এক ধরনের আঞ্চলিক চেতনা গড়ে তোলে যা একীভূত হওয়ার বিরুদ্ধে কাজ করে। সুইজারল্যান্ডের পাহাড়গুলি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্বাভাবিক ব্যবধান রচনা করেছে। দ্বিতীয়ত, ভাষা, জাতি, ধর্ম ইত্যাদির পার্থক্য অঙ্গরাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার পক্ষে কাজ করে। সুইজারল্যান্ড ও কানাডায় ঠিক এই অবস্থাই দেখা যায়। তৃতীয়ত, কখনও কখনও রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার পার্থক্য পৃথক থাকার আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করে। হোয়ার (Wheare) বলেন, কানাডার বিশেষ ধরনের পৌর আইন (civil law) ব্যবস্থা রক্ষা করার উদ্দেশ্যে এই ধরনের পৃথক থাকার প্রবণতা প্রকাশ পেয়েছে। চতুর্থত, অঙ্গরাজ্যগুলির স্থানীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে নেতৃত্বের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সংবাদপত্রের সাহায্যে এবং বক্তৃতামঞ্চ থেকে নেতারা জনসাধারণকে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে থেকেও আঞ্চলিক স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করবেন। সুতরাং বলা হয় যে স্বাধীন হয়ে থাকার ভাবের সঙ্গে এক জাতিতে পরিণত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় রফা

Scanned with CamScanner

করতে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের জন্য আরও কতকগুলি শর্ত প্রতিপালিত হওয়া প্রয়োজন, সেগুলি হল ঃ

- যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা ব্যয়বহুল বলে অঙ্গরাজ্যগুলির যথেষ্ট অর্থনৈতিক সম্পদ থাকা প্রয়োজন। যথেষ্ট সম্পদ না থাকলে একীভূত হওয়ার প্রবণতা দেখা দেবে। অর্থই ক্ষমতা, তাই কেন্দ্রীয় সরকারের প্রভূত আর্থিক সম্পদ থাকলে অঙ্গরাজ্যগুলি ওর উপর নির্ভরশীল ও কার্যত তাঁবেদার হয়ে পড়বে যা যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির বিরোধী।
- সুস্থ দলব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রের স্বরূপ বজায় রাখায় সহায়তা করে। আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় প্রয়োজন কিন্তু তা এরূপ তীব্র হবে না যার দরুন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে পারে। সুগঠিত দলব্যবস্থা বিভিন্ন অঞ্চলকে একীভূত করে রাজনৈতিক কার্যাবলিকে আঞ্চলিক স্বার্থের গণ্ডি উত্তীর্ণ করে জাতীয় পর্যায়ে নিয়ে যাবে।
- যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের জন্য নাগরিকদের মধ্যে দ্বৈত আনুগত্য এবং উন্নত শিক্ষা ও চেতনার বিশেষ প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক উভয় সরকারই নাগরিকের প্রত্যক্ষ সম্পর্কে আসে আর নাগরিককে উভয় ধরনের আইন মান্য করতে হয়। লিখিত সংবিধানের নীতিসমূহ যুক্তরাষ্ট্র মেনে চলবে। সংবিধানের প্রাধান্য এবং আদালতের কর্তৃত্ব যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম শর্ত।
- অনুকরণস্পৃহা যুক্তরাষ্ট্র গঠনের আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করে; যারা মিলিত হতে আগ্রহী কিন্তু একীভূত হতে অনিচ্ছুক তারা পূর্ববর্তী আদর্শ যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রয়োজনীয় অনুপ্রেরণা লাভ করে; এইভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শ সুইজারল্যান্ড, কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়ায় যুক্তরাষ্ট্র গঠনে অনুপ্রাণিত করেছিল।
- যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করে দরাদরির ক্ষমতা এবং সুবিধা আদায়ের রফার উপর। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা কতকগুলি শক্তিশালী রাষ্ট্রের একচেটিয়া নয়; সকল অঞ্চলের মধ্যে তা সমানভাবে বণ্টিত হওয়া প্রয়োজন নয়তো আন্তঃরাষ্ট্র উত্তেজনা দেখা দেবে যা পরিণামে যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতিকে ব্যাহত করবে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনের গুণ (Merits of Federal Government)

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ হল যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন না দিয়েই পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠন করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় জাতীয় ঐক্যের সঙ্গে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যবোধের সমন্বয়সাধন করা যায়। যে সকল দেশের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন (যেমন ভারত বা সোভিয়েত রাশিয়া) সেখানে এই ব্যবস্থায় আঞ্চলিক বৈষম্য রক্ষা করা যায়। যেসব রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধরনের প্রবণতা আছে সেখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন কেন্দ্রাতিগ এবং কেন্দ্রাভিমুখী শক্তিসমূহের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে।

দ্বিতীয়ত, এককেন্দ্রিক সরকারের পক্ষে কেন্দ্র থেকে আঞ্চলিক সমস্যাগুলির যথাযথ সমাধান করা সহজ নয়। স্থানীয় সমস্যার স্থানীয় সমাধানই কাম্য; এতে অযথা বিলম্বের

Scanned with CamScanner

কারণ ঘটে না এবং স্থানীয় নেতারা নিজ নিজ অঞ্চলের লোকেদের আশু প্রয়োজন অনুসারে কাজ করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় আঞ্চলিক সমস্যার আঞ্চলিক সমাধানের সুযোগ রয়েছে।

তৃতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রে অঙ্গরাজ্যগুলির স্বায়ত্তশাসনের অধিকার স্বীকার করা হয়। প্রত্যেক রাজ্যই নিজ নিজ এলাকায় স্থানীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে শাসনকার্য চালানোর জন্য সরকার গঠন করতে পারে। স্বায়ত্তশাসনকে গণতন্ত্রের ভিত্তিস্তম্ভ বলা হয়। যুক্তরাষ্ট্র স্বায়ত্তশাসনের সুযোগ করে দেয় বলে তা গণতান্ত্রিক নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। গণতন্ত্রে যেমন ব্যক্তিস্বাধীনতা সংরক্ষিত হয় সেইরূপ যুক্তরাষ্ট্রে অঙ্গরাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্যের উপর হস্তক্ষেপ করা হয় না।

চতুর্থত, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় অনেকগুলি শাসনযন্ত্র থাকায় অধিক সংখ্যক লোক শাসনকার্যে অংশগ্রহণের সুবিধা পায়; নাগরিক প্রথমে রাজ্য সরকারের ও পরে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কাজ করলে সঞ্চিত অভিজ্ঞতার দরুন তারা আরও দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে পারবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা নাগরিকদের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি করে।

পঞ্চমত, কেন্দ্র এবং আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টিত হওয়ায় কারও উপর কাজের অত্যধিক চাপ পড়ে না। ক্ষমতা বিভাজনের দরুন যে বিশেষীকরণ (specialisation) হয় তার দরুন শাসনকার্যে দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

ষষ্ঠত, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে কেন্দ্রীয় এবং একাধিক আঞ্চলিক সরকার থাকার দরুন কোনো সীমাবদ্ধ অঞ্চলে আইন এবং শাসনের ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো যায় কিন্তু এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে একটিমাত্র সরকার থাকায় সারা দেশ জুড়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা খুবই বিপজ্জনক হয়ে পড়ে।

সপ্তমত, এই শাসনব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র গঠনকারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির মর্যাদাই শুধু বাড়ে না, নাগরিকের মর্যাদাও বৃদ্ধি পায়। ভার্জিনিয়া বা টেক্সাসের মতো ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া অপেক্ষা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো বিশাল রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া অনেক বেশি সম্মাননীয় এবং মর্যাদাব্যঞ্জক।

অষ্টমত, এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় জাতীয় সরকার অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হয়। নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ভোগ করায় ওর স্বৈরাচারী হওয়ার আশঙ্কা থাকে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় একাধিক সরকার থাকায় সরকারের স্বৈরাচারী হওয়ার আশঙ্কা কম থাকে; যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সংবিধানের সাহায্যে সরকারের ক্ষমতার সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়।

নবমত, যুক্তরাষ্ট্রে একাধিক কর্তৃত্বকেন্দ্র থাকায় কোনো বাহ্যিক বা আভ্যন্তরীণ চাপের দরুন সরকার ভেঙে পড়ার কোনো আশঙ্কা থাকে না। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় একটি সরকারকে কাবু করা যত সহজ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অনেকগুলি ছড়িয়ে থাকা সরকারকে কাবু করা তত সহজ নয়। স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের সাফল্যের যে সম্ভাবনা এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে আছে যুক্তরাষ্ট্রে তা নেই।

Scanned with CamScanner

পরিশেষে, বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতিতে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির পক্ষে তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা কঠিন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি মিলিত হয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠন করে শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে। বর্তমান পৃথিবীতে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের দিন শেষ হয়েছে বলে অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মনে করেন। অনেকে মনে করেন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা দূর করতে হলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে সার্বভৌমত্ব প্রদান করা আবশ্যক। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যদি সার্বভৌমিকতা অর্জন করতে সমর্থ হয় তাহলে তাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থাই গ্রহণ করতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনের দোষ (Demerits of Federal Government)

লিকক (Leacock) লিখেছেন, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কতকগুলি নিশ্চিত সীমাবদ্ধতা ও কাঠামোগত ত্রুটি আছে যা সেটি গঠনের সময় নজরে আসেনি কিন্তু নতুন পরিবেশের পরিবর্তনশীল চাপের প্রভাবে তা ভেঙে যেতে পারে। রাজনীতিগতভাবে এবং বাহ্যিক দিক থেকে এটি নিজেকে শক্তিশালী প্রতিপন্ন করেছে কিন্তু অর্থনীতিগতভাবে এবং আভ্যন্তরীণ দিক থেকে নিজেকে দুর্বল প্রমাণিত করেছে।[৪] যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনের ত্রুটিগুলি কী তা দেখা যাক। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার যা গুণ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনের তা ত্রুটি। প্রথমত, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার এককেন্দ্রিক সরকার অপেক্ষা দুর্বল হতে বাধ্য। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক প্রত্যেক সরকারের ক্ষমতাই সীমাবদ্ধ থাকায় তা দুর্বল হতে বাধ্য। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের দুর্বলতা বৈদেশিক ব্যাপারে বিশেষভাবে প্রকট হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় একাধিক সরকার থাকায় ব্যয় বৃদ্ধি পায়। অনেক সমালোচকের মতে এটি অপচয় ভিন্ন আর কিছুই নয়; একাধিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টিত থাকার জন্য শাসনযন্ত্র জটিল ও মন্থরগতি হয়ে পড়ে এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অসম্ভব হয়।

তৃতীয়ত, দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার অপরিহার্য অংশ। গতিশীল সমাজের জন্য প্রয়োজন নমনীয় শাসনতন্ত্র। শাসনতন্ত্র দুষ্পরিবর্তনীয় হলে তা প্রগতির পথে বাধার সৃষ্টি করে এবং শাসনতন্ত্রের কাম্য পরিবর্তন অনেক সময় অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

চতুর্থত, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় অনেক সময় গৃহবিবাদের আশঙ্কা থাকে; কোনো অঞ্চল একজোট হয়ে নতুন রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন দেখতে পারে অথবা যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার দাবি জানাতে পারে; যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা এবং স্থায়িত্বের পক্ষে তা বিপজ্জনক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দাসব্যবসাকে কেন্দ্র করে যে গৃহবিবাদ শুরু হয়েছিল

8. Federal government has very decided limitations,serious faults of structure,unheeded perhaps at the time of its inception, but likely to break down under the alternings train of a new environment. Politically and on its external side it has proved itself strong, but economically and in its internal aspect it is proving itself weak.

Scanned with CamScanner